ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ০৫৯ ● কলকাতা ● ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ০১ মার্চ, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

শিশুদের যৌনমিলন নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে যা বললেন কঙ্গনা

পৃঃ ৫

আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন শামি

পৃঃ৬

সত্য প্রকাশে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে

নানাভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদী শিল্পী স্বপন দত্তর বাউল গানে নিঃস্বার্থ প্রতিবাদ পথে পথে

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সাধু গুরুরা বলেন সৎ পথে চলরে মন সৎ সঙ্গ ধরি । একেবারে ঠিক কথা কিন্তূ বর্তমান কলি যুগে সৎ পথে চলার মত সৎ সঙ্গী পাওয়া খুবই কঠিন। সত্যের সন্ধান করতে অনেক বাধা, কষ্ট , কারণ অসাধু মিথ্যাচারে ভরে গেছে এই পৃথিবী এখানে শুধু সার্থবাজি , চিটিংবাজি, মিথ্যা ভাষণ ,অন্যায় অত্যাচার, অবিচার , চুরি ,ডাকাতি , প্রাণহানি ,রাহাজানি, নারীদের শ্রীলতাহানি, অপমান, কটুক্তি, হিংসা ,হানাহানি বিদ্বেষ , লোভ,লালসা, ভোগ , মাদক নেশায় আসক্ত, মারামারি, দাঙ্গা, শান্তি ভঙ্গ ক্ষমতার লড়াই অন্যায় ভাবে অধিকার করার এক মারণ নেশায় মেতে উঠেছে। এ সব দেখে মনে হয় আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছি। তাইতো আজকাল যেখানেই চারিদিকে অন্যায় ,

এরপর ৩ পাতায়

কয়েকজন বি এল আর ও দুষ্টুমি করে গিয়েছেন',

জমির পাট্টা: মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল জঙ্গলের জনতা। অপেক্ষা করছিল তাঁর বার্তার। দুটোই এল খাতড়া আর ঝাড়গ্রাম থেকে। জঙ্গলমহল সফরে বেড়িয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথমে পুরুলিয়া, তারপর বাঁকুড়া, শেষে এদিন ঝাড়গ্রামে সভা করে কলকাতায় ফিরছেন মুখ্যমন্ত্রী।তবে এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী বাড়তি গুরঃত্ব দিয়েছেন কাস্ট সার্টিফিকেট নিয়ে। তিনি জানান, 'আমরা এখনও পর্যন্ত ২০ লক্ষ ৮১ হাজার কাস্ট সার্টিফিকেট দিয়েছি। আদিবাসী ভাই-বোনদের যেন জাতিগত শংসাপত্র নিয়ে কোনও অভিযোগ না থাকে, তা-ও দেখতে বলেছি। যদি কেউ আদিবাসীদের নাম নিয়ে ভুয়ো সার্টিফিকেট করেন, যদি দেখা যায় সেটা জাল, তাহলে মানব না। কয়েকজন বি এল আর ও দুষ্টুমি করে গিয়েছেন, সেগুলো আমাদের দেখতে হবে। যদি ভুল পথে সার্টিফিকেট কেউ নিয়ে থাকে তাহলে তা বাতিল হবে। আদিবাসীদের সব উতসব পালন করে আমাদের সরকার। বিরসা মুন্ডা ও রঘুনাথ মুর্মুর জন্মদিনে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে আগেই। বিজেপি শাসিত রাজ্যে আদিবাসীদের ওপরে অত্যাচার হলেও এ রাজ্যে আদিবাসীদের জমি দখল ঠেকাতে আইন করা হয়েছে। কুড়মিদের একাংশ আদিবাসী। , আদিবাসী এবং কুড়মি সমাজের অনেকে, যাঁরা

এরপর ৩ পাতায়

শাহজাহান গ্রেপ্তার হতেই

'পালটা মারে'র হুমকি ভাইয়ের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পুলিশি হেফাজতে শেখ শাহজাহান। 'আতঙ্কে'র সন্দেশখালিতে উৎসবের মেজাজ। তবে গলিতে-গলিতে শোনা যাচ্ছে, পুলিশের বুটের আওয়াজ। চলছে রুট মার্চ। রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, সন্দেশখালি 'বেতাজ বাদশা' গ্রেপ্তারির পর তাঁর অনুগামীরা ফের 'আগুন' জ্বালাতেন পারেন দ্বীপ এলাকায়।শেখ আলমগীর যেভাবে 'পালটা মারে'র হুমকি দিলেন তাতে অনেকেই সন্দেশখালির বাতাসে বারুদের গন্ধ পাচ্ছেন। টেনে আনছেন বগটুই কাণ্ডের কথা। ভাদু শেখের খুনের পর যেভাবে তাঁর অনুগামীরা 'বদলা' নিতে ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়েছিলেন, শাহজাহানের গ্রেপ্তারির পর সন্দেশখালিতে তার পুনরাবৃত্তি হবে না তো, আতঙ্কের চোরাস্রোত বইছে সন্দেশখালির ঘরে ঘরে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সতর্ক পুলিশ। এমন পরিস্থিতিতে এবার পালটা ওমাক্কের হুমকি দিলেন শাহজাহানের আরেক ভাই শেখ আলমগীর।

তাঁর কথায়, "আইন যেন সকলের জন্য সমান হয়। যদি শাহজাহানের বিরুদ্ধে জমি দখল, ধর্ষণ, গণধর্ষণের অভিযোগ প্রমাণিত হয় তবে আইন আইনের পথে হাঁটবে। কিন্তু যদি অভিযোগ প্রমাণিত না হয়, তাহলে যারা যারা এই অভিযোগ তুলেছে তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করব।" একইসঙ্গে নারদ মামলায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে

এরপর ৩ পাতায়

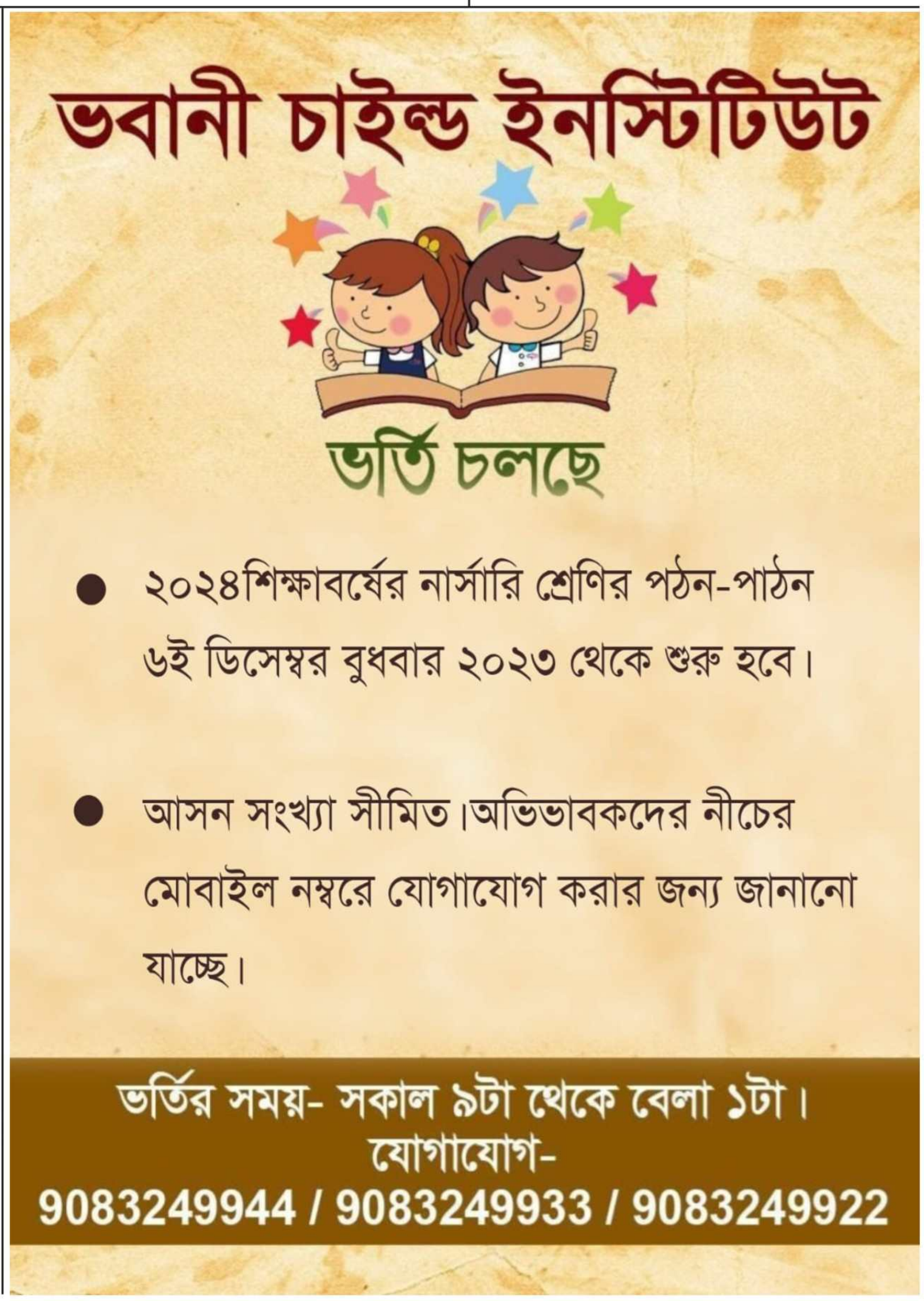

শাহজাহান নিয়ে অন্য আশঙ্কায় ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেখ শাহজাহান গ্রেফতার হতেই আদালতে ছুটল ইডি। তথ্যপ্রমাণ নষ্টের আশঙ্কায় কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সিট গঠন সংক্রান্ত যে মামলা ছিল, তা নিয়েই মূলত এদিন আদালতের দ্বারস্থ হয় ইডি। এ মামলার দ্রুত শুনানি চায় তারা। প্রধান বিচারপতির কাছে এই নিয়ে চিঠি দিয়েছে ইডি।

শাহজাহান গ্রেফতার হলেও ইডি- রাজ্য পুলিশ দ্বন্দ্ব কিন্তু রয়েই গেল। শাহজাহান গ্রেফতারির পরই এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার বলেন, শাহজাহানকে ইডি গ্রেফতার করতে পারত। পাল্টা ইডির অভিযোগ, নিজেদের দায় এড়াতে এমন মন্তব্য করছে পুলিশ। সূত্রের খবর, রেশন দুর্নীতি মামলা-সহ আরও একটি মামলায় শাহজাহানের বিরুদ্ধে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ইডি। মামলায় সন্দেশখালির ওবাদশ্থকে হেফাজতেও পেতে চায় তারা।বৃহস্পতিবার ইডির আইনজীবী ধীরাজ ত্রিবেদী প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়ে বলেন, সিট গঠন সংক্রান্ত ডিভিশন বেঞ্চের স্থগিত মামলাটি ৬ মার্চ শুনানির জন্য রাখা হয়েছে।

ইডির আশঙ্কা, আগামী ৬ দিন শাহজাহানকে রাজ্য পুলিশ নিজেদের হেফাজতে রাখলে ওই মামলার তদন্তে তথ্য নথি নষ্ট করে দিতে পারে। তাই তাদের চ্যালেঞ্জ মামলাটি শুক্রবারই জরুরি ভিত্তিতে শোনা হোক বলে আবেদন করেন। আদালত অবশ্য এখনও এই ব্যাপারে কোনও আশ্বাস দেয়নি।

শাহজাহানের সঙ্গী

আমির গাজিও পুলিশের জালে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সন্দেশখালির সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল নেতা শাহজাহান শেখের ঘনিষ্ঠ তথা সন্দেশখালিকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত আমির গাজিকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। ভিন্‌রাজ্য থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে বসিরহাট থানার পুলিশ। শাহাজাহানের পাশাপাশি তাঁকেও বৃহস্পতিবার আদালতে হাজির করানো হয়েছিল। আমিরকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।৫৫ দিন 'ফেরার' থাকার পর বুধবার মিনাখাঁ থেকে শাহজাহানকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার তাঁকে বসিরহাট আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। তাঁর বিরুদ্ধে ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯-সহ একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে বলে জানান এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার। শাহজাহানের মামলার তদন্তভার গিয়েছে সিআইডির হাতে। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ এই সংক্রান্ত তদন্ত করবে। আপাতত তাঁকে ভবানী ভবনে রাখা হয়েছে। আগামী ১০ দিন সেখানেই সিআইডির গোয়েন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হবেন তিনি। গ্রেফতারির পরেই তৃণমূল সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছে, শাহজাহানকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হচ্ছে। আগামী ছয় বছরের জন্য দল থেকে সাসপেন্ড শাহজাহান।

আমির সন্দেশখালির বাসিন্দা। তিনি এই ঘটনায় ধৃত আর এক নেতা উত্তম সর্দারের ঘনিষ্ঠ হিসাবেও পরিচিত। তাঁর বিরুদ্ধে অত্যাচার, জবরদখল, মারধর, হুমকি দেওয়া এবং ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে। সূত্রের খবর, বুধবার রাতে ওড়িশার রৌরকেল্লা থেকে আমিরকে গ্রেফতার করা হয়।

শাহাজাহানের পাশাপাশি আমিরকেও অনেক দিন ধরেই খুঁজছিল পুলিশ। বুধবার রাতে তাঁর মোবাইল ফোনের লোকেশন দেখে পুলিশ জানতে পারে, আমির ভিন্‌রাজ্যে রয়েছেন। রাতেই বসিরহাট থানা থেকে এক দল পুলিশ রৌরকেল্লা পৌঁছয়। সেখান থেকে আমিরকে গ্রেফতার করা হয়।

এত অভিযোগ কেন?'

ফুঁসে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঝাড়গ্রাম পৌরসভার কাজে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ মানুষের থেকে কেন এত অভিযোগ আসছে? মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের মুখে পড়েন

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় স্টাডি ম্যাটেরিয়াল চালু করলো আকাশ

কলকাতা, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪: নিউজ সারাদিন : সর্বভারতীয় মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য দেশের অগ্রগণ্য প্রতিষ্ঠান আকাশ, পশ্চিমবঙ্গের নিট (ইউজি) পরীক্ষার্থীদের জন্য বাংলা মাধ্যমে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল প্রকাশ করে দেশব্যাপী অন্যন্য নাজির স্থাপন করলো।

আজ আকাশের দক্ষিণ কলকাতা কেন্দ্রে আয়োজিত লঞ্চ ইভেন্টে পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রধান এবং প্রকল্পের সাথে জড়িত অন্যান্য সিনিয়র সদস্যরা বাংলা সংস্করণে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল উন্মোচন করেন।

আজকে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে, ন্যাশনাল একাডেমিক ডিরেক্টর- নীট ডিভিশন শ্রী নবীন কার্কি বলেন, "বহুদিন ধরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাংলায় কোনো জাতীয় ব্র্যান্ড থেকে উপযুক্ত স্টাডি ম্যাটেরিয়াল এর চাহিদা ছিল কারণ অনেক শিক্ষার্থী বাংলায় নিট (ইউজি) লিখতে পছন্দ করে। ১৯৮৮ সাল থেকে বিদ্যমান আকাশ,এই উদ্যোগটি গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। বিশেষজ্ঞ দলের এক বছরের ও বেশি পরিশ্রমের পর, আমরা এটি সম্ভব করতে পেরেছি। আমি নিশ্চিত যে এই উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের নিট (ইউজি) প্রস্তুতিতে ব্যাপক অবদান রাখবে।"

গত বছর, পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১,০৪,৯২৩ জন শিক্ষার্থী নিট (ইউজি) ২০২৩-এ ফর্ম ফিলাপ করেছিল,যার মধ্যে ৪৩,৮৯০ জন শিক্ষার্থী বাংলা বেছে নিয়েছিলেন। ২০১৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলায় নিট (ইউজি) লেখার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ক্রমশ বেড়েছে।এমতাবস্থায় এটি কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত এই ধরনের প্রথম উদ্যোগ যা বাংলার নিট (ইউজি) শিক্ষার্থীদের সরাসরি উপকৃত করবে।

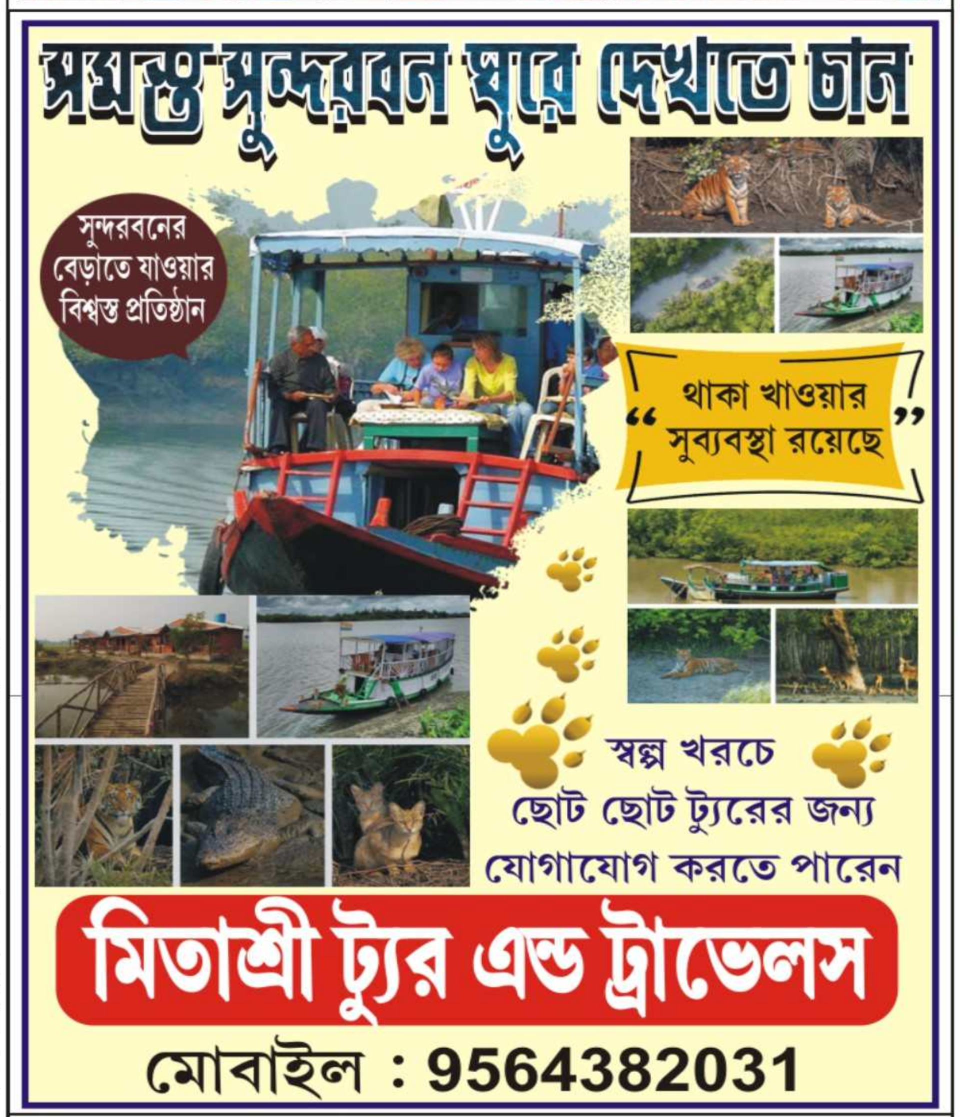

নদীয়া জেলায় দু-দিনব্যাপী ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন

অভিজিৎ সাহা, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে ২৮ এবং ২৯ ফেব্রুয়ারি দুই দিনের জেলা কৃষি মেলা এবং ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানটি নাবার্ড এবং কৃষিজ বিপণন বিভাগের তত্বাবধানে, গ্রান্ট থর্নটন ভারতের এইচডিএফসি পরিবর্তনের STREE প্রকল্পের প্রাযুক্তিকতা সহযোগে এবং সুইচ অন এর সাথে এই অনুষ্ঠানটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

২৮ এ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করতে নদিয়া জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক শ্রী এজাজ আহমেদ, শ্রী সৈকত দে ডিডিএম নাবার্ড, শ্রী সুদীপ কুমার পাল এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার সহ সকল সরকারি বিভাগীয় কর্মকর্তা, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রধান এবং কর্মাধক্ষ্য শ্রী সিরাজ শেখ, নদিয়া জিলা কৃষি সেচ এবং সমবায় সমিতির কর্মাধক্ষ্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সরকারি কর্মকর্তারা এমন একটি সম্মেলনের প্রাসঙ্গিকতা কৃষি খাতে প্রবর্দ্ধনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বলে প্রকাশ করেছেন। কৃষি বিভাগ, ATMA এবং প্রাণী সম্পদ বিভাগ কৃষক উৎপাদক সংস্থাদের (এফপিসি) অবিরত প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করেছেন এবং তাদের জন্য উপলব্ধ সমস্ত কল্যাণ প্রকল্পের উপর আলোচনা করেছেন।

নদিয়া জেলার ৪০০ টি কৃষক এবং ৩৮ টি এফপিসি প্রতিনিধিরা উপস্থিতি ছিল এবং প্রতিটি এফপিসি নিজস্ব পণ্য প্রদর্শন করে। নদিয়া জেলার উর্বর ভূমি থেকে, এফপিসিরা গর্বিতভাবে তাদের মূল্যবান 'গোবিন্দাভোগ' ধান (একটি জিআই ট্যাগ পণ্য), মধু, জিরা তেল, গুণগত এ৯ কলা, অত্যাধুনিক ফল এবং সবজি ইত্যাদির প্রদর্শন করেছেন। দর্শকরা STREE প্রকল্পের প্রযোজনীয় প্রচেষ্টার জন্য প্রশংসা করেছেন, যা কৃষকদের আয় বাড়ানোর জন্য কার্যকর।

নদিয়া সরকার ফলে ভবিষ্যতে বাজারে বেশি প্রবেশের মাধ্যমে কৃষিকারী সম্প্রদায়ের সহায়তা করার জন্য জেলার একটি ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান প্রযোজনীয় প্রশংসা করেছিলেন।

সমস্ত অংশগ্রহণকারীরা গ্রান্ট থর্নটন ভারত, নাবার্ড, সুইচ অন ফাউন্ডেশন এবং কৃষিজ বিপণন বিভাগ নদিয়ার জন্য শ্রমের প্রশংসা করেছেন কৃষক সম্প্রদায়ের সমর্থনের জন্য জেলার একটি মাইলস্টোন অনুষ্ঠান সংস্থাপন করা যাতে ভবিষ্যতে তারা নিজেদের ব্যবসায়ের প্রসার করার মাধ্যমে আরও ভালো ভাবে বাজারে প্রবেশ করতে পারে এবং আয় বৃদ্ধি করতে পারে।

অনুষ্ঠানটি নাবার্ড এবং এডিএম (এ) নদিয়া থেকে একটি ধন্যবাদ ভোটে সমাপ্ত হয়েছিল।

নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় নাম সামনে আনল ই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রথমে সিবিআই তারপর ইডি । গত নভেম্বর মাসে চাকরি বিক্রির অন্যতম দালাল প্রসন্ন রায়কে জামিন দেয় সুপ্রিম কোর্ট। যদিও প্রসন্নর কপালে সুখ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি। তিন মাস যেতে না যেতেই এসএসসি দুর্নীতি মামলায় ফের 'মিডলম্যান' প্রসন্ন রায়কে গ্রেফতার করে ইডি।

এর আগে চাকরি দুর্নীতিতে মিডিলম্যান হিসেবে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে দাবি করে সিবিআই। উত্তর ২৪ পরগনা ও আশেপাশের এলাকার চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলে তা তিনি পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পাঠাতেন বলেও অভিযোগ ওঠে।আর এবার সেই প্রসন্নকে নিয়েই আদালতে বিস্ফোরণ ঘটালো এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

বুধবার কলকাতার নগর দায়রা আদালতে প্রসন্নের মামলার শুনানিতে বিস্ফোরক সব তথ্য পেশ করে ইডি। ইডির দাবি, প্রসন্ন রায়ের নামে অন্তত ২০০টিরও বেশি ব্যাঙ্ক অয়াকাউন্টের হদিস মিলেছে। যাতে জমা পড়েছে ৭০ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, প্রসন্নর নামে ১০০টিরও বেশি সংস্থা রয়েছে বলে আদালতে জানিয়েছে ইডি।

কী করে এত টাকা এল প্রসন্নর কাছে? তাহলে কী সবটাই চাকরি বিক্রির টাকা? উঠছে প্রশ্ন। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের অগাস্ট মাসে সিবিআই এর হাতে গ্রেফতার হন প্রসন্ন রায়। জানা যায়, সম্পর্কে তিনি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ভাগ্নি-জামাই। তার অফিসে তল্লাশি করে একের পর এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসে। রংমিস্ত্রি থেকে দুবাইয়ের হোটেল মালিক। প্রসন্নর উল্কাগতির উত্থানেই কার্যত চোখ কপালে ওঠে গোয়েন্দাদের।

আদালতে ইডি জানিয়েছে বিপুল সম্পত্তিও কেনাবেচা করেছেন প্রসন্ন। কম দামে সম্পত্তি কিনে বেশি দামে বিক্রির কাজের সাথেও প্রসন্ন যুক্ত ছিল বলে জানা যায়। ওদিকে কেবল পার্থ চট্টোপাধ্যায়ই নীয়, আরও একাধিক নেতার সঙ্গে তার সম্পর্কও ছিল ঘনিষ্ঠ। শিক্ষা দফতরের আধিকারিকদের সঙ্গেও তার নিবিড় সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। তাকে জেরা করার পরে নানা তথয় উঠে এসেছে। নিয়োগ দুর্নীতির টাকা হাতবদল হওয়ার আগে এই প্রসন্নর কাছেই যেত বলেও দাবি করে তদন্তকারী সংস্থা।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত জানুয়ারি মাসে প্রসন্নর বাড়ি এবং অফিসে তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নথিপত্র উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া সেই নথির ভিত্তিতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে ইডি। প্রসন্নকে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরাও দিতে বলা হয়েছিল। যদিও প্রসন্ন ইডি দফতরে যাবেন না বলে সাফ জানিয়ে দেন।

এরপর গত সোমবার ফের তাকে জিজ্ঞাবাদের জন্য তলব করে ইডি। সেখানে দিনভর জেরা করা হয় তাকে। কিন্তু তার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় এসএসসি দুর্নীতি মামলায়ষ এবার তাকে গ্রেফতার করে ইডি। প্রসঙ্গত, ২০২২ সালের অগাস্ট মাসে ঝঝঈ দুর্নীতি মামলায় গ্রেফতার হয়েছিলেন প্রসন্ন রায়। পরে তাকে প্রাথমিক

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

কয়েকজন বি এল আর ও দুষ্টুমি করে গিয়েছেন', জমির পাট্টা: মমতা

আদিবাসী আছেন, তাঁরা প্রকৃতির পূজারি। ওঁদের সারি ও সারনা ধর্মকে অবিলম্বে স্বীকৃতি না দিলে আন্দোলন গড়ে তুলব। আদিবাসীদের ধর্মের একটা কোড আছে। সব ধর্মের নিজস্ব নিয়ম রয়েছে। কেন্দ্র সব নিয়ম ভেঙে বলছে, ইউনিফর্ম সিভিল কোড করতে হবে! আমরা এটা মানবো না। প্রয়োজনে আন্দোলনের পথে হাঁটবো।'তাঁর এই সফর লোকসভা নির্বাচনের মুখে। তাই সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন, ভোটের আগে আদিবাসীদের কী বার্তা দেন তিনি, তা দেখতে। মমতা অবশ্য সেই বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছিলেন গতকাল থেকেই। এদিন তা আরও কেয়েক কদম বাড়িয়ে দিলেন। আদিবাসী অনুভূতি ছুঁতে তাঁদের ভাষায় খাতড়া ও ঝাড়গ্রাম দুই জায়গা থেকেই কিছু কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই সঙ্গে দুই সভাতেই তিনি পা মিলিয়েছেন ধামসা মাদলের তালে। গতকাল খাতড়ায় সভায় তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী জ্যোতস্না মান্ডি। আর এদিন পা মেলালেন বীরবাহা হাঁসদা। আর মমতা দিলেন আদিবাসী সমাজকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বার্তা।এদিন ঝাড়গ্রামের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আদিবাসী ভাই-বোনেদের আমি খুব ভালবাসি। আমি অলচিকি ভালবাসি। কবিতাও লিখেছি। ভাল বলতে পারি না। আপনাদের কাছে ভুল বলতে বলতে ভাষাটা শেখা হয়ে যাবে। আজ আড়াই লক্ষ মানুষের কাছে কোনও না কোনও পরিষেবা পৌঁছে গেল। আমরা সমাজের গুণী মানুষের হতে বিভিন্ন সম্মান তুলে দিলাম। আর্থিক ভাবে দুর্বল আদিবাসীদের সাহায্য করা হয়েছে। জঙ্গলমহল উৎসব-সহ সব উতসবে আর্থিক সাহাযয় করা হয়েছে, পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। ঝাড়গ্রামে ফুটবল অ্যাকাডেমি হবে। পুরুলিয়াতে আমাদের ছৌ অ্যাকাডেমি আছে। আপনারা জানেন, আমরা আদিবাসী ডিপার্টমেন্ট উন্নয়ন দফতর নতুন করে তৈরি করেছি। কলকাতায় নতুন দফতর হয়েছে। আদিবাসীদের জমি হস্তান্তর করা যাবে না, তার জন্য আইনও হয়েছে। ফরেস্ট রাইটস অ্যাক্টের অধীরে ৪৮ হাজার ৬৭৩ জন ফরেস্ট পাট্টা দেওয়া হয়েছে। বিডিওদের অনুরোধ করব, এলাকায় এলাকায় যান, উন্নয়নমূলক কাজ করুন। পরে কমিটি করে দেব। ঝাড়গ্রামে বিদ্যুত দফতরের রিজিওন্যাল অফিস হবে।'

১-ম পাতার পর

শাহজাহান গ্রেপ্তার হতেই 'পালটা মারে'র হুমকি ভাইয়ের

গ্রেপ্তারির দাবি জানিয়েছে তিনি। ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। কিন্তু খালি হাতে ফিরতে হয় তাদের। এ নিয়ে শেখ আলমগীরের দাবি, "সাতসকালে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে হানা দেয় ইডি। কিন্তু কিছুই পায়নি। যদি রেশন দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাহলে ব্যবস্থা নিক তদন্তকারী সংস্থা। কিন্তু যাদের ক্যামেরায় টাকা নিতে দেখা গিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? " উল্লেখ্য, শুভেন্দু অধিকারীকে গ্রেপ্তারির দাবি শোনা যায় তৃণমূল নেতৃত্বের গলায়। এবার সেই একই সুরে সরব হলেন শাহজাহানের ভাইও।

১-ম পাতার পর

সত্য প্রকাশে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে নানাভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে , সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদী শিল্পী স্বপন দত্তর বাউল গানে নিঃস্বার্থ প্রতিবাদ পথে পথে

অবিচার , অত্যাচার, শুধু লুটপাট চিটিংবাজি করে নিরীহ মানুষদের ঠকিয়ে সব আত্মসাৎ করার নেশায় মানুষ মেতে ওঠে সেখানেই কিছু সত্য সন্ধানী মানুষ ছুটে যায় অসল রহস্যটা কি সত্য টা কি কতটা মিথ্যা বা কতটা সত্য ঘটনা সেসব নিজে জেনে জনগণকে জানানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন অনেক সত্য সন্ধানী সংবামাধ্যম ও তাদের সাংবাদিকরা। তারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্য কে মানুষের সামনে তুলে ধরেন কেউ খবরের কাগজে কলমে খোঁচায় তার লেখনীর মাধ্যমে। কেউ বা বৈদ্যুতিন মিডিয়ার সংবাদিক হয়ে সরাসরি টিভি তে সত্য ঘটনা কে খবর করে জনতার দরবারে পৌঁছে দেন। এখানেই বিপদ সংকেত আসে তাদের কাছ থেকে যাদের স্বার্থে ঘা লাগে। যারা অন্যায় অত্যাচার করেছে তারা সত্য সন্ধানী সংবাদদাতাকে নিগ্রহ করে নানা ভাবে। ঠিক এই রকমই একজন সত্য সন্ধানী সাংবাদিক যিনি নিউজ সারাদিন , আত্ম শুদ্ধি , ইন্টারন্যাশনাল প্রেস নামে বাংলা হিন্দি, ইংরাজি তিনটি দৈনিক ই পত্রিকার সম্পাদক তুলে ধরার জন্য তাকে নানা ভাবে অত্যাচার করা হয় , কখনো তার পুকুরে বিষ ঢেলে পুকুরের সব মাছ মেরে দেওয়া, কখনো তাকে রাস্তাঘাটে হেনস্থা, বিপদে ফেলার চেষ্টা , প্রাণ হানির চেষ্টা , তারউপর নানা ভাবে অবিচার করা , এমন কি জমি কেড়ে নেওয়ারও পরিকল্পনা করা হচ্ছে, মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিরাপত্তার অভাবে ভুগছেন সব সময় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন যে কখন কি বিপদ তার দরজায় এসে টোকা মারে। সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের সত্য সন্ধানী সত্য খবর করার জন্য তাকে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ভাবে নিগৃহীত হওয়ার খবর পেপারে দেখেই প্রতিবাদে পথে পথে নামলেন স্বপন দত্ত বাউল। যিনি নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে রাজ্যের ও দেশের একমাত্র সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদী বাউল শিল্পী , যিনি ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত আশির্বাদ ধন্য, জাতীয় সম্মানিত, রাজ্যের দুই রাজ্যপাল,ও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সম্মানিত শিল্পী । সেই প্রতিবাদি সমাজ সচেতনের , কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বাউল গানে বার্তা দেওয়ায় শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পক্ষে সকল সাংবাদিকদের নিরাপত্তার জন্য সাংবাদিককে অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য রাজ্যের রাজ পথে পথে ঘুরছেন। রাষ্ট্রপতির উপহার দেওয়া একতারা, কোল ডুগি বাজিয়ে বাউল গানে গানে প্রতিবাদ করলেন ও জনগণ , প্রশাসন, সরকারকে সচেতন করলেন বাউল গানে ও বক্তব্যে বললেন যে সাংবাদিক বৃন্দরা একজন সমাজ কর্মী, গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবামাধ্যম সকলকেই রক্ষা করতে হবে । সাংবাদিকরা না থাকলে খবর সংগ্রহ কে করত? গোটা পৃথিবীর সব খবর কি হাতের মুঠোয় আসত? মানুষ নেতা মন্ত্রী কলা কুষুলিরা কি তাদের ভালো কাজ জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে পারতো? সুতরাং সাংবাদিককে সকলেই সমাজের বন্ধু ভাবতে হবে। সাংবাদিকের কাজ সত্য ঘটনা, মিথ্যা ঘটনা, ভালো ,খারাপ ,সুখ, দুক্ষ সকল খবরই তুলে ধরা। সেখানে সত্য ঘটনা তুলে ধরার জন্য সত্য সন্ধানী সাংবাদিকদের যদি নিগ্রহ করা হয় সেটা গনতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সংবামাধ্যমকে খুন করা হচ্ছে না কি? স্বপন বাউল বলেন এর আগে রিপাবলিক বাংলার সাংবাদিক সত্য সন্ধানী সন্তু পান কে নিগৃহীত করার প্রতিবাদ আমি সোশ্যাল নেটওয়ার্ক মিডিয়ার করেছি। বাউল গানে বার বার বলছেন প্রশাসন ও সরকারকে এবং আইন আদালতকে সত্য সন্ধানী সাংবাদিক সমাজ কর্মী কে যে কোন রকম অত্যাচার নিগ্রহ যেই করুক তার কঠিন শাস্তি যেন হয় , সাংবাদিকদের নিরাপত্তার ব্যাবস্থা দেশের ও রাজ্যের সরকারকেই করতে হবে , সাংবাদিক নিগ্রহ বন্ধ করতে আইন আদালতকে কঠোর হতে হবে। পথে পথে স্বপন বাউলকে নিঃস্বার্থ বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতন করতে ও সাংবাদিক নিগ্রহ বন্ধ করতে বাউল গানে প্রতিবাদ করতে দেখে অনেকেই বাউলকে সাধুবাদ জানান। স্বপন দত্ত বাউল বলেন জনগন প্রশাসন ও সরকার সকলকেই সচেতন হতে হবে তবেই সত্য সন্ধানী সাংবাদিক নিগ্রহ বন্ধ হবে।

ভয়, ক্ষুধা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ নির্বাচনে লড়বে জয় মহাভারত পার্টি

উষা/মধুবালা/অর্চনা

নয়াদিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : জয় মহাভারত পার্টি আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ভয়, ক্ষুধা ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে লড়বে।

আজ এখানে অনুষ্ঠিত দলের জাতীয় সম্মেলনে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর সাথে, ৫৪৩টি লোকসভা আসনে প্রার্থী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

দলের প্রধান ভগবান শ্রী অনন্ত বিষ্ণুদেব প্রভু, রাজযোগী শ্রী আনন্দ যোগী মহারাজ, দলের শীর্ষ নেতা পন্ডিত গণেশ দত্ত যোশী, রাজীব খোসলা, সজন ঝা সাংবাদিকদের এই তথ্য দিতে গিয়ে বলেন, সম্মেলনের সমাপ্তিতে একটি রাজনৈতিক প্রস্তাব পাস করা হয়েছে। এবং এই ইস্যুতে আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শ্রী প্রভু বলেছেন, আমরা ভয়, ক্ষুধা ও বেকারত্বের অবসানের নিশ্চয়তা নিয়ে নির্বাচনের মাঠে নামব। দলটি ৫৪৩টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মনস্থির করেছে। এর জন্য বিকল্পগুলির জন্য খোলা রয়েছে- মনের দল..

তিনি বলেছেন যে দিল্লির সাতটি আসনে শক্তিশালী প্রার্থী দেওয়া হবে।তিনি আরও বলেছিলেন যে যে রাজ্যগুলিতে বিধানসভা নির্বাচন হবে সেখানে দল তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

শ্রী প্রভু বলেন, সম্মেলনে দলের সংসদীয় বোর্ড ও সংগঠনের নতুন কর্মকর্তাদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।এর সঙ্গে কয়েকজনকে নির্বাচনী প্রচারণায় যুক্ত করা হয়েছে।তার তালিকা কমিশনকে দেওয়া হবে।

দলীয় প্রধান বলেন, আমরা বিনামূল্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা দেব। এলপিজির পরিবর্তে আমরা জনগণকে সুলভ মূল্যে গোবর গ্যাস সরবরাহ করব। কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাস্তবায়ন করবে। সেই সঙ্গে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়া হবে মহিলাদের। এলএস

রাজ্যপালের 'অ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারির দিনই তাতপর্যপূর্ণ মন্তব্য রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল বলেন, 'বাংলায় আমরা দেখলাম একটা শেষের শুরু।' এদিন রাজ্যপাল বোস বলেন, সন্দেশখালির ঘটনায় মূল অভিযুক্তর গ্রেফতার সকলের চোখ খুলে দিয়েছে।

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

এত অভিযোগ কেন?' ফুঁসে উঠলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা

ঝাড়গ্রাম জেলার জেলাশাসক ও পৌরসভার পদাধিকারীরা। "সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। সাধারণ মানুষের থেকে যে অভিযোগগুলি আসছে, সেই অভিযোগগুলি নিষ্পত্তি করতে হবে।বৈঠকে জেলাশাসক ছাড়াও পৌরসভার প্রতিনিধি ও বীরবাহা হাঁসদা উপস্থিত ছিলেন। এই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন নির্দেশ দেন বলেই সূত্রের খবর। নিষ্পত্তি হচ্ছে নাকি তা আমার দফতর নজর রাখবে।" বৈঠকে বলেন মুখ্যমন্ত্রী বলেই সূত্রের খবর। শুধু তাই নয়, মমতা বলেন, "পৌরসভার কাজ নিয়ে যাবতীয় রিপোর্ট আমার দফতরে পাঠাতে হবে।" ঝাড়গ্রাম জেলার জেলাশাসককে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর। ৩০ মিনিট ধরে ঝাড়গ্রাম পৌরসভা নিয়ে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

২ পাতার পর

নিয়োগ দুর্নীতিতে বড় নাম সামনে আনল ইডি

নিয়োগ দুর্নীতিতেও হেফাজতে নেয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, শুধুমাত্র পার্থ চট্টোপাধ্যায়ই নয়, পাশাপাশি এসপি সিনহা, তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা সহ শিক্ষা দফতরের বহু আধিকারিকেরও তিনি ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত ছিলেন। এর আগে আদালতে সিবিআই চার্জশিট দিয়ে জানায়, চাকরিপ্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা তুলে তা রাঘব বোয়ালদের কাছে এই প্রসন্নই পৌঁছে দিতেন। সম্প্রতি প্রসন্নর বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির খোঁজ মিলেছে। আগামী ৪ মার্চ পর্যন্ত প্রসন্নর ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ৫৯ সংখ্যা ০১ মার্চ, ২০২৪ শুক্রবার ১৭ ফাল্গুন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

শাহজাহানের আবেদন-ই শুনল না হাইকোর্ট

আগামী ১০ বছর আপনাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হবে। এই ব্যক্তির জন্য আমার কোনও সমবেদনা নেই।" গ্রেফতারির পর হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতেই শেখ শাহজাহানের আইনজীবীর উদ্দেশে কড়া মন্তব্য প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের। সন্দেশখালিতে ইডি অফিসারদের উপর হামলার ৫৬ দিনের মাথায় গ্রেফতার শেখ শাহাজাহান।শেখ শাহজাহানের গ্রেফতারির পর এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে এডিজি সুপ্রতিম সরকার বলেন, একটি অভিযানের সময়ে ইডি আধিকারিকরা আক্রান্ত হন। সেই ঘটনায় ইডির ডেপুটি ডিরেক্টর একটি অভিযোগ দায়ের করেন ন্যাজাট থানায়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়। কিন্তু সেই তদন্ত শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই ইডির তরফে উচ্চআদালতে গিয়ে ওই তদন্তের উপরে স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়। সেই আর্জি উচ্চ আদালত মঞ্জুর করে। ফলে ওই মামলায় কোনও আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা ছিল। যে কারণে শাহজাহানের গ্রেফতারির ক্ষেত্রেও আইনি বাধা ছিল। তবে ইডির ক্ষেত্রে সেরকম কোনও বাধা ছিল না। তা সত্ত্বেও ইডি কেন তাঁকে গ্রেফতারে উদ্যোগ নেননি, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা উচিত বলে মন্তব্য করেন এডিজি।মিনাখাঁ থেকে এদিন ভোর রাতে গ্রেফতার হন সন্দেশখালির 'বাদশা'। গ্রেফতারির পর এদিন বসিরহাট আদালতে পেশ করা হয় ধৃত শেখ শাহাজাহানকে। পুলিসের তরফে শেখ শাহজাহানের ১৪ দিনের হেফাজত চাওয়া হয়। তবে বিচারক ১০ দিনের পুলিসি হেফাজত মঞ্জুর করেন। এরপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ শেখ শাহজাহান।কিন্তু শেখ শাহজাহানের কোনও আবেদন শুনল-ই না কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতা হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শেখ শাহজাহানের জন্য তাঁর কোনও সমবেদনা নেই। আদালতে শেখ শাহজাহানের আইনজীবী সব্যসাচী বন্দোপাধ্যায় হাজির হতেই, প্রধান বিচারপতি কড়া ভাষায় তাঁকে বলেন, "আপনার জন্যই আমরা অপেক্ষা করছিলাম।" আদালতে শেখ শাহজাহানের আইনজীবী জানান,"আগাম জামিনের আবেদন ২ দিন আগে খারিজ হয়েছে। নিম্ন আদালতে এখনও আমার চারটি আবেদন বিচারাধীন আছে। গতকাল মামলার কথা আমরা জানতাম না।" যার পালটা প্রধান বিচারপতি বলেন, "৪৩টা মামলাও আছে। আগামী ১০ বছর আপনাকে খুব ব্যস্ত থাকতে হবে। এই মক্কেলের অনেক কাজ করতে ব্যস্ত থাকতে হবে। ৪-৫ জন জুনিয়র রাখতে হবে। এই ব্যক্তির জন্য আমার কোনও সমবেদনা নেই।"উল্লেখ্য, সন্দেশখালির বিক্ষুব্ধ মানুষজন ও বিরোধীরা বারবার প্রশ্ন তুলছিল, কেন শাহজাহানকে গ্রেফতার করছে না পুলিস। এদিন সাংবাদিক সম্মেলন করে এডিজি স্পষ্ট করেন যে, "পুলিস ইচ্ছাকৃতভাবে শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতার করছে না! এটা ঠিক নয়। এটা ভুল। আমাদের আইনি বাধ্যবাধকতা ছিল।" গত ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতির তদন্তে সন্দেশালিতে শেখ শাহজাহানের বাড়িতে তল্লাশি চালাতে যায় ইডি। সেই সময় ইডি অফিসাররা তাঁর নাগাল পাননি। উলটে ইডির অফিসারদের উপরই শেখ শাহজাহানের অনুগামীরা হামলায় চালায় বলে অভিযোগ। সেই ঘটনায় আহত হন ২ ইডি অফিসার। মাথা ফাটে ইডি অফিসারের। তাঁদের গাড়ি ভাঙচুরও করা হয়। সেই ঘটনার পর আর খোঁজ পাওয়া যানি শেখ শাহজাহানের। তাঁর নামে লুক আউট সার্কুলার জারি করে ইডি। দুদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেয় শেখ শাহজাহানকে গ্রেফতারের ব্যাপারে কোনও বাধা নেই। তাকে গ্রেফতার করতে পারবে ইডি, সিবিআই ও রাজ্য পুলিস। গতকালই স্থগিতাদেশ উঠেছে। তারপরই এদিন ভোর রাতে গ্রেফতার।

দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার হয়রান ও হেনস্থা শিকার

যে সত্যি কি হতে চলেছে। আমাকে খুন করবে আমি জানি ও আমার পরিবারের সমস্ত জমি জায়গা কেড়ে নেবে তার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে সেটাও জানি। তবুও বলছি উপরতলার কিছু পুলিশ কর্তার উপরে আমার ভরসা রয়েছে চিরকালই আশা করি তারা আমার এই কথাগুলি জানার পর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন। তা না হলে আমাদের মতন লেখক সম্পাদককে সত্যিই রাজনীতিতে নামতে হয় তো আগামী দিনের এই ভয়ংকর ইতিহাসটা আরও ভয়ংকর জায়গায় চলে যাবে। আমি রাজনীতি করতে চাই না লেখক এবং বুদ্ধিজীবী মহলে থেকে পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কাছে নিরাপত্তার দাবি তুলছি। তবে পুলিশ প্রশাসন এটা জানা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দ্বিতীয় পর্ব)

দরকার বিভিন্ন কৌশলে খুন করে দিতে পারে বা মেরে দিয়ে আত্মহত্যা বা সাধারণ মৃত্যু বলে চালানোর পরিকল্পনায় মৃত্যুঞ্জয় সরদার বিরুদ্ধে অব্যাহত রয়েছে।মৃত্যুঞ্জয় বাবু দুর্নীতির সাথে আপোষ করে না বলেই আজকে তার এই পরিণতি। এক প্রকার তাকে ঘর বন্দি থাকতেই হয়। আর তাকে মারার জন্য সুপারি দিয়েছে বড় চক্রের হাতে, আশঙ্কা প্রকাশ করছে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের লোকজন। এদিকে পুলিশ প্রশাসন কোনোভাবে নিরাপত্তা দিচ্ছে না, সত্য কথা সহজে লেখার পরিনাম সম্পাদকের পরিণতি ভয়নক। তবে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদার কৌশল ভাবে মেরে দিলে সমাজের আরো ভালো কাজ বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করছে অনেকেই। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তার দাবি তুলেছে জাতীয় স্তরের সাংবাদিক সংগঠন ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা। ইউনাইটেড

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

শাহাজাহানের গ্রেফতারি নিয়েই উঠে গেল বড় প্রশ্ন

সন্দেশখালি: নিউজ সারাদিন : বুক চিতিয়ে শাহাজাহান হেঁটে চলেছেন আর পিছনে পুলিশ। হাতে নেই হ্যান্ড কাফসও! একজনের বিরুদ্ধে গুচ্ছ গুচ্ছ অভিযোগ। পুলিশের সামনে দিয়ে দৃশ্যত গট গট করে হেঁটে এজলাসে ঢুকলেন শেখ শাহাজাহান। শেখ শাহাজাহানকে গ্রেফতার করা হয়েছে, নাকি সমঝোতা? শাহজাহানকে আপাতত ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে বসিরহাট আদালত। তাঁকে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রাখা হয়েছে। প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শাহাজাহানের গ্রেফতারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। এর আগে অবশ্য সংবাদমাধ্যমের সামনে একাধিকবার সন্দেশখালির মহিলারা বলেছেন, 'শাহজাহান তো পুলিশি নিরাপত্তাতেই রয়েছেন।' গ্রেফতারির পর শাহজাহানের 'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ' কি সেটারই জানান দিল? শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এই ছবিটা দেখুন। শাহাজাহানকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে নাকি পুলিশকে শাহাজাহান? হাতে হ্যান্ড কাফস নেই। পুলিশ হাতও ধরে নেই। শাহজাহান শেখ একজন ছোট দাউদ।"নিয়ম অনুযায়ী, পুলিশ লক আপ থেকে এজলাসে যখন অপরাধীকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন, অপরাধীর হাতে হ্যান্ড কাফস অথবা দড়ি পরানো যাবে না। তবে পুলিশ অভিযুক্তের হাত ধরে রাখবে। অভিযুক্ত পুলিশের বাঁ পাশে থাকবে। কিন্তু গ্রেফতারির পর শেখ শাহজাহানকে বসিরহাট আদালতে যে মেজাজে দেখা গেল, তা নিয়েই উঠে গেল একাধিক প্রশ্ন। পুলিশের আগে একেবারে গট গট করে হেঁটে এজলাসে ঢুকতে দেখা গেল শেখ শাহজাহানকে।

এমনকি তাঁর পরনের পোশাকেও চরম চাকচিক্য। সাদা ধবধবে প্যান্ট, জামা, ওপরে ধূসর রঙের জহর কোট। পায়ে সাদা স্নিকার্স। একেবারে আক্ষরিক অর্থের 'শাহাজাহান'। প্রশ্ন উঠছে, যে অভিযুক্ত ৫৫ দিন ধরে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, পুলিশ যাঁকে খুঁজে পাচ্ছিল না, একেবারে মধ্যরাতে গ্রেফতার করতে হয়, তাঁর জামাকাপড় এতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কীভাবে হয়? পরিবারের সদস্যরা এত কম সময়ের মধ্যে পোশাক পৌঁছে দিতে পারেন কি? এই প্রশ্ন তুলেছেন আদালতের আইনজীবীরা।তৃতীয় প্রশ্ন, যে কোনও ধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে অভিযুক্তের মুখ ঢেকে দেওয়া হয়। বালিশের ওয়্যার দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়ে দেওয়া হয়। তাতে তিনটি ছিদ্র থাকে। কিন্তু শাহজাহানের ক্ষেত্রে তা হয়নি। আইনজীবীদের বক্তব্য, এটা আইনসিদ্ধ বক্তব্য। বিচারপ্রক্রিয়ার সময়ে অভিযুক্তের টিআই প্যারেডের ক্ষেত্রে সুবিধা হয়, তার জন্যই মুখ ঢাকা হয়। কিন্তু যদি মুখ ঢাকা না হয়, তাহলে অভিযুক্তই সুবিধা পেয়ে যাবেন। এমনটাই বলছেন আইনজীবীদের একাংশ। তাহলে অভিযুক্তের আইনজীবীই প্রশ্ন তুলবেন, যদি মুখ প্রকাশ্যেই থাকে, তাহলে নতুন করে শনাক্তকরণের কী প্রয়োজন রয়েছে?

পশ্চিমবঙ্গে রেল, সড়ক, এলপিজি সরবরাহ এবং জল শোধন প্রকল্পে নজর

নতুন দিল্লি, ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী ১-২ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খন্ড এবং বিহার সফর করবেন। ১ মার্চ সকাল ১১টা নাগাদ প্রধানমন্ত্রী ঝাড়খন্ডের ধানবাদের সিন্দ্রিতে পৌঁছবেন এবং একটি প্রকাশ্য সভায় অংশ নেবেন। ওই অনুষ্ঠানে ঝাড়খন্ডের জন্য ৩৫,৭০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। বেলা তিনটে নাগাদ প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের হুগলির আরামবাগে ৭,২০০ কোটি টাকার বেশি বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

২ মার্চ সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ পশ্চিমবঙ্গের নদিয়ার কৃষ্ণনগরে একটি কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। সেখানেও ১৫,০০০ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। দুপুর আড়াইটে নাগাদ বিহারের ঔরঙ্গাবাদে ২১,৪০০ কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন।

ঝাড়খন্ডের সিন্দ্রিতে প্রধানমন্ত্রী

ঝাড়খন্ডের সিন্দ্রিতে এক অনুষ্ঠানে সার, রেল, বিদ্যুৎ এবং কয়লার সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন, শিলান্যাস ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। ঝাড়খন্ডে ১৭,৬০০ কোটি টাকার বেশি বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসের পাশাপাশি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এর মধ্যে রয়েছে, দেওঘর-ডিব্রুগড় ট্রেন পরিষেবা, টাটানগর ও বাদামপাহাড়ের মধ্যে দৈনিক মেমু ট্রেন পরিষেবা এবং শিবপুর স্টেশন থেকে পণ্যবাহী ট্রেন চালু। সিন্দ্রি ফাটিলাইজার প্ল্যান্টে ৮,৯০০ কোটি টাকার বেশি একটি সার ও রসায়ন কারখানা জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। ঝাড়খন্ডের ছাতরায় উত্তর করণপুরা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রকল্পের প্রথম ইউনিট (৬৬০ মেগাওয়াট)টিও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের আরামবাগে প্রধানমন্ত্রী

হুগলির আরামবাগে রেল, বন্দর, তেল পাইপলাইন, এলপিজি সরবরাহ, জল শোধন সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। ২,৭৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ৫১৮ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়ান অয়েলের হলদিয়া-বারাউনি অশোধিত তেল পাইপলাইনের উদ্বোধন করবেন শ্রী মোদী। এই পাইপলাইনটি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং ঝাড়খন্ডের মধ্য দিয়ে যাবে। এই পাইপলাইনের মাধ্যমে বারাউনি, বঙ্গাইগাঁও এবং গুয়াহাটি শোধনাগারে অশোধিত তেল সরবরাহ করা হবে। কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরের পরিকাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বেশ কয়েকটি প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাসও করবেন। প্রধানমন্ত্রী ২,৬৮০ কোটি টাকার বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে, ঝাড়গ্রাম - সালগাঝারি (৯০ কিমি)-র মধ্যে সংযোগকারী তৃতীয় রেললাইন, ডানকুনি - ভট্টনগর - বাল্টিকুরিতে (৯ কিমি) ডবল রেললাইন, সন্ডালিয়া - চাঁপাপুকুর (২৪ কিমি) ডবল রেললাইনের সূচনা। খড়গপুরের বিদ্যাসাগর শিল্প পার্কে ইন্ডিয়ান অয়েলের ১২০ টিএমপিপিএ ধারণ ক্ষমতার এলপিজি বটলিং প্ল্যান্টের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। ২০০ কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের প্রথম এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট হতে চলেছে। এই প্ল্যান্টের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ১৪.৫ লক্ষ গ্রাহককে এলপিজি সরবরাহ করা হবে।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের অর্থানুকুল্যে প্রায় ৬০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত জল শোধনের সঙ্গে যুক্ত তিনটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে প্রধানমন্ত্রী

কৃষ্ণনগরেও বিদ্যুৎ, রেল ও সড়কের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি বেশকিছু প্রকল্প তিনি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের দ্বিতীয় পর্যায়ের (2x660 মেগাওয়াট) কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন শ্রীমোদী। এছাড়া মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফ্লু গ্যাস ডিসালফিউরাইজেশন (এফজিডি) ব্যবস্থার ৭ ও ৮ নম্বর ইউনিটের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছে ৬৫০ কোটি টাকা। ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ফারাক্কা ও রায়গঞ্জের মধ্যে ১০০ কিলোমিটার দীর্ঘ চার লেনের রাস্তার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এটি তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় ১,৯৮৬ কোটি টাকা। এছাড়া দামোদর - মহিশিলা ডবল রেললাইন, রামপুরহাট ও মুরারইয়ের মধ্যে তৃতীয় লাইন, বাজারসাউ - আজিমগঞ্জ ডবল রেললাইন এবং আজিমগঞ্জ - মুর্শিদাবাদের মধ্যে সংযোগকারী নতুন রেললাইনের সূচনা করবেন তিনি। এই প্রকল্পগুলিতে খরচ হয়েছে ৯৪০ কোটি টাকা।

বিহারের ঔরঙ্গাবাদে প্রধানমন্ত্রী

ঔরঙ্গাবাদে ২১,৪০০ কোটি টাকার বেশি উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস, উদ্বোধন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। ১৮,১০০ কোটি টাকার বেশি বেশকয়েকটি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করবেন তিনি। যে সব প্রকল্পের তিনি উদ্বোধন করবেন, তার মধ্যে রয়েছে ৬৩.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ জয়নগর - নাড়াহিয়া দুই লেনের রাস্তা, ৪৭ কিলোমিটার দীর্ঘ বক্তিয়ারপুর - রাজৌলি চার লেনের রাস্তা এবং ৫৫ কিলোমিটার দীর্ঘ আরা - পারারিয়া চার লেনের রাস্তা। পাটনা রিং রোডের উন্নয়নে গঙ্গার ওপর তৈরি ছয় লেনের সেতুর শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া পাটনায় ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ইউনিটি মলের শিলান্যাস করবেন তিনি। নমামি গঙ্গে প্রকল্পে বিহারে ২,১৯০ কোটি টাকার ১২টি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন শ্রীমোদী।

বিহারের বেগুসরাইয়ে প্রধানমন্ত্রী

বিহারের বেগুসরাইয়ে বিদ্যুৎ, তেল এবং গ্যাসের সঙ্গে যুক্ত ১.৪৮ লক্ষ কোটি টাকার একগুচ্ছ প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। বেশকিছু প্রকল্প তিনি জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এই প্রকল্পগুলির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে কাবেরি - গোদাবরি অববাহিকা সহ বিহার, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং কর্নাটক রাজ্য। তেল এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে ১৪,০০০ কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ১১,৪০০ কোটি টাকা বারাউনি শোধনাগারের সম্প্রসারণ প্রকল্প। প্রায় ৩,৯১৭ কোটি টাকার বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্পের সূচনা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন শ্রী মোদী।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

বৌদ্ধ ও পশ্চিম ও মধ্য সরস্বতী পূজা হল সনাতন ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম বড় পূজা ও সরস্বতী পূজা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের একটি অন্যতম প্রচলিত পূজা। আমি যখন স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে ১৯ ২০-রা পা রেখেছিলাম কলেজ র-দুনিয়ায়। সরস্বতী পুজোর মানেও তখন বদলেছে অনেকটা। পুজো মানে এখন সকালে ওঠা, নিয়ম মেনে অঞ্জলি দেওয়া তো আছেই,

ক্রমশঃ

রাজ্যপালের 'অ্যাকশন প্ল্যান' তৈরি

এটা সবে শুরু বলেও মন্তব্য করেন তিনি।একইসঙ্গে মহিলাদের সম্মানরক্ষায় সকলকে এগিয়ে আসারও বার্তা দেন রাজ্যপাল। তিনি বলেন, "নির্বাচিত সরকারকে আমি চরমসীমা বেঁধে দিতে পারি না। রাজ্যপালের কাজ নির্বাচিত সরকারকে সহযোগিতা করা। আমি মাঠে নেমে দেখেছি, গুন্ডা গ্যাং আছে। বাংলার বিভিন্ন অংশে আছে। যেমনটা ইংল্যান্ডে ছিল অতীতে। আমাদের একজোট হয়ে এর মোকাবিলা করতে হবে। গ্যাংস্টারদের আত্মসমর্পণের সুযোগ দেওয়া উচিত। যদি তারা আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে আইন তাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা নিক। এটাই হল আমার অয়াকশন প্ল্যান। এটা সবে শুরু হয়েছে। এখন দৌড় অনেক বাকি আছে। তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। "এদিন রাজ্যপাল বলেন, বাংলায় হিংসার সমাপ্তি ঘটাতে হবে। তাঁর পর্যবেক্ষণ, রাজ্যে এমন অনেক 'পকেট' রয়েছে, যেখানে দুষ্কৃতীরাই শাসন করছে। রাজ্যপালের কথায়, "আমরা যেটা দেখছি সেটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র।" এ নিয়ে গত পঞ্চায়েত ভোটের তাঁর অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন রাজ্যপাল।

রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের কথায়, গত পঞ্চায়েত ভোটে তিনি ময়দান ঘুরে দেখেছেন। নির্যাতিতদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছেন গুন্ডাদের কী ভীষণ দাপট। তিনি বলেন, "বাংলার অনেক জায়গাতেই এটা চলছে। কড়া পদক্ষেপ করা উচিত। এর শেষ হওয়া উচিত। আগামিদিনে এটাই পাখির চোখ হওয়া উচিত।"

রাজ্যপালের বার্তা, গণতন্ত্রের প্রতি ধৈর্য রাখা উচিত। বিচার ব্যবস্থার প্রতিও সকলের আস্থা রাখতে হবে। ন্যায় বিচার হবেই। একইসঙ্গে রাজ্যপাল বোসের বক্তব্য, "সরকারের তরফে যদি কোনও ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সেটা দেখা উচিত সরকারের। এখন অ্যাকশনের প্রয়োজন। যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়।" রাজ্যপালের বক্তব্য, সমস্ত অপরাধীর আত্মসমর্পণ করা উচিত।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

শুটিং সেটে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন টুইঙ্কেল!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : 'অ্যানিমেল' সিনেমা দিয়ে আবারও আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা ববি দেওল। এদিকে, অভিনয় থেকে দূরে সরে গেছেন ববির সহশিল্পী টুইঙ্কেল খান্না। যদিও সম্প্রতি পুরুষদের প্লাস্টিকের ব্যাগের সঙ্গে তুলনা করে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় তুলেছেন অক্ষয় ঘরণী।

১৯৯৫ সালে 'বারসাত' সিনেমার মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক ঘটে টুইঙ্কেল খান্নার। সিনেমাটিতে তার বিপরীতে অভিনয় করেন ববি দেওল। শুটিংয়ের সময়ে টুইঙ্কেলকে দারুণভাবে বিরক্ত করতেন ববি। ২০০১ সালে ফিল্মফেয়ারকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেই গল্প শুনিয়েছিলেন। ববির সেই সাক্ষাৎকার ফের আলোচনায় উঠে এসেছে।

স্মৃতিচারণ করে ববি বলেন, 'টিনা আর আমি শুটিং শুরুর প্রথমদিন থেকে একসঙ্গে ছিলাম। তবে সম্পর্ক মোটেই মসৃণ ছিল না। ছোট ছোট বিষয় নিয়ে তুমুল আশান্তি হতো। আমি তো টুইঙ্কেলকে প্রাতক্রিয়া থেকে শুরু করে পাকস্থলী পরিষ্কার রাখার মতো বিষয় নিয়ে কথা বলে বিরক্ত করেছি। এই কথাগুলো শুনে একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠত টুইঙ্কেল। কিন্তু আমি এই বিষয়টা খুবই উপভোগ করেছি।'

'বারসাত' সিনেমার শুটিং সেটে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন টুইঙ্কেল। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ববি দেওল বলেন, 'আমরা মানালির রোটাং পাসে শুটিং করছিলাম। ওখানে অক্সিজেনের মাত্রা অনেকটাই কম ছিল। সেই জন্য টুইঙ্কেল অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। আমরা ইউনিটের সবাই ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

এখন আর অভিনয়ে নেই টুইঙ্কেল খান্না। ২০০১ সালে 'লাভ কে লিয়ে কুচ ভি করেগা' সিনেমায় সর্বশেষ দেখা গিয়েছে তাকে।

'জওয়ান' দিয়ে বলিউডের পর হলিউড জয়ের পথে অ্যাটলি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০২৩ সালে মুক্তি পেয়েছে বলিউড বাদশা শাহরুখের 'জওয়ান'। এ সিনেমা দিয়ে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন দক্ষিণী নির্মাতা অ্যাটলি কুমার। বলিউডে এ সিনেমা ব্যবসার দিক দিয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

পাশাপাশি 'জওয়ান' দিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তাও লাভ করেছেন অ্যাটলি। এটি শাহরুখের ক্যারিয়ারেরও সবচেয়ে বড় হিট সিনেমা বলে বিবেচিত।

নির্মাতার জন্য 'জওয়ান' সিনেমা নতুন একটি মাপকাঠি চিহ্নিতি করেছে। এ সিনেমা এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আয়কারী হিন্দি সিনেমা এবং সর্বকালের পঞ্চম সর্বোচ্চ আয়কারী ভারতীয় সিনেমা হিসেবে স্থান পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী এটি ১১৬০ কোটি রুপি আয় করেছে।

জানা গেছে, এবার বলিউড ছাড়িয়ে হলিউডেও পাড়ি জমানোর আভাস দিয়েছেন জনপ্রিয় এ নির্মাতা। এক সাক্ষাৎকারে অ্যাটলি হলিউডের প্রসঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অ্যাটলি আস্থা প্রকাশ করেছেন, তার স্বপ্ন তিন বছরের মধ্যে পূরণ হবে। নির্মাতা চান দর্শক তার তৈরি সিনেমা দেখার জন্য সময় এবং অর্থ বিনিয়োগকারী হিসেবে সর্বাধিক বিনোদন পান, সে কারণেই তিনি কিছুটা সময় নিয়ে আগাতে চাচ্ছেন।

অ্যাটলি তার প্রথম সিনেমা থেকেই এ নীতির উপর জোর দিয়ে এসেছেন। তিনি বলেন, 'আমি আমার প্রতিশ্রুতিতে দৃঢ় ছিলাম। যদি কখনো হলিউডের সিনেমা তৈরি করি, আমি সেরাটাই তৈরি করব।'

হলিউডের সিনেমা নিয়ে অ্যাটলির কাছ থেকে জানতে চাইলে বলেন, 'হ্যাঁ, এটা হচ্ছে। বলিউডে পৌঁছতে আমার ৮ বছর লেগেছে। হয়তো আগামী ৩ বছরের মধ্যে হলিউড ভালো একটি সিনেমা উপহার দিতে পারব। আমি এটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।'

গত বছর 'জওয়ান' মুক্তির পর অ্যাটলি জানিয়েছিলেন, তিনি হলিউড স্টুডিওর সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'হলিউডে আমাকে জাতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে সত্যিই সম্মান করে।'

অন্য এক সাক্ষাৎকারে অ্যাটলি হলিউডের প্রযুক্তিবিদদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়ার কথা জানিয়েছিলেন। বিশেষ করে জওয়ানের অ্যাকশন দৃশ্যের জন্য। তিনি আরও বলেন, 'আমাদের সিনেমায় যারা কাজ করেছেন তারা হলিউডের।

অ্যাকশন ডিরেক্টর স্পিরো রাজাতোস আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। সুতরাং স্পিরো এবং হলিউডের অন্যান্য দুর্দান্ত পরিচালক এবং প্রযুক্তিবিদরা জওয়ানের একই স্ক্রিনিংয়ে ছিলেন। আশা করা যাচ্ছে বলিউডের পর হলিউডও জয় করবেন খ্যাতিমান নির্মাতা অ্যাটলি।

সোনার কেক কেটে জন্মদিন উদযাপন করলেন উর্বশী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ৩০ বছরে পা রাখলেন বলিউডে তারকা উর্বশী রাউতেলা। এবারের জন্মদিনে এই মডেল কাটলেন ২৪ ক্যারেট খাঁটি সোনার কেক। এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন জনপ্রিয় ব্যাপার হানি সিং। সোনার কেকের প্রথম টুকরো গায়কের মুখেই তুলে দিলেন বার্থ ডে গার্ল।

ভারতীয় সংবাদ সংস্থা ইন্দো-এশিয়ান নিউজ সার্ভিস (আইএএনএস) জানিয়েছে, বর্তমানে হানি সিংয়ের সঙ্গে একটি মিজজিক ভিডিও অ্যালবামে কাজ করছেন উর্বষী। চলছে এরই শুটিং।

গত বছর আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতের ম্যাচ দেখতে গিয়ে ২৪ ক্যারেট সোনার বিলাসবহুল আইফোন হারিয়েছিলেন উর্বশী। এমনকি, মাঝে ভারতের তারকা ক্রিকেটার ঋষভ পন্থের সঙ্গে নিজের নাম জড়াতে চেয়ে বিতর্কেও পড়েছিলেন উর্বশী। ২০১৫ সালে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন উত্তরাখণ্ডের মেয়ে উর্বশী রাউতেলা। ২০১৩ সালে 'সিং সাহাব দ্য গ্রেট' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রেখেছেন তিনি। এরপর 'সনম রে', 'হেট স্টোরি ৪', 'ভার্জিন ভানুপ্রিয়া'র মতো সিনেমায় অভিনয় করলেও সাফল্য পাননি।

শিশুদের যৌনমিলন নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে যা বললেন কঙ্গনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্কুল পড়ুয়া শিশুদের যৌনমিলন নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন বলিউডের বিতর্কিত অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত। ইনস্টাগ্রাম স্টোরির এক পোস্টে এমন দাবি জানান তিনি। ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কঙ্গনা রাণৌত বলেন, আমি সরকারের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি, কোনো পুরুষ কোনো নারীর সঙ্গে দীর্ঘদিন সম্পর্কে থাকার পর তাকে ছেড়ে যেতে পারবে না, যদি পুরুষ এ কাজ করে তবে ভরণপোষণের জন্য ওই নারীকে তার টাকা দিতে হবে এবং বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করা হোক।

কঙ্গনার দাবি, স্কুল পড়ুয়া শিশুরাও যৌনমিলনে লিপ্ত হয়ে থাকেন। তার ভাষায়, স্কুল পড়ুয়া শিশুদের যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়া নিষিদ্ধ করা হোক। বিয়ের জন্য যেমন বয়স (১৮/২১) করা হয়েছে, তেমনি যৌনমিলনের বয়স নির্ধারণ করা উচিত, না হলে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা বা বিয়ের বয়স নির্ধারণ করে কি লাভ?

স্কুলে বয়ফ্রেন্ড-গার্লফ্রেন্ড থাকা শহুরে সংস্কৃতির অংশ উল্লেখ করে কঙ্গনা রাণৌত বলেন, শিশুরা যদি অনলাইনে যৌন ক্রিয়াকলাপে যুক্ত হয় এবং স্কুলে যৌন সঙ্গী তৈরি করা নিয়মে রূপান্তর করে, বিশেষ করে বড় শহরগুলোতে স্কুলে বয়ফ্রেন্ড এবং গার্লফ্রেন্ড থাকা শহুরে সংস্কৃতির একটি অংশ, এটি অবশ্যই নিষিদ্ধ করা উচিত, এটি তাদের মানসিক এবং শারীরিক বৃদ্ধিতে বাধাগ্রস্ত করে। কম বয়সে যদি বিয়ের খুবই প্রয়োজন পড়ে, তবে ঐতিহ্যগত রীতি মেনে বিয়ের অনুমতি দেওয়া হোক।

প্রসঙ্গত, কঙ্গনা অভিনীত সর্বশেষ মুক্তিপ্রাপ্ত সিনেমা 'তেজাস'। গত বছরের ২৭ অক্টোবর মুক্তি পায় এটি। ৭০ কোটি রুপি বাজেটের এ সিনেমা মুখ থুবড়ে পড়ে। বক্স অফিসে আয় করে মাত্র সাড়ে ৫ কোটি রুপি।

'ইমার্জেন্সি' ও নাম ঠিক না হওয়া সিনেমার কাজ এখন কঙ্গনার হাতে রয়েছে। 'ইমার্জেন্সি' সিনেমায় ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করছেন কঙ্গনা। এটি পরিচালনাও করছেন তিনি।

রেকর্ড দশমবার লিগ কাপে
চ্যাম্পিয়ন লিভারপুল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চেলসির আক্রমণের ধার কয়েক দফায় কমল-বাড়ল। সেই তুলনায় লিভারপুল কিছুটা ধারাবাহিক রইল। চলল আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণ; কিন্তু গোলের দেখা আর মেলে না। দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে অতিরিক্ত সময়ের শেষ দিকে ব্যবধান গড়ে দিলেন ভার্জিল ফন ডাইক। আরও একবার লিগ কাপে চ্যাম্পিয়ন হলো ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।

লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে রবিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ফাইনালে ১-০ গোলে জিতে রেকর্ড দশমবার লিগ কাপে চ্যাম্পিয়ন হলো লিভারপুল। মঞ্চ যেটাই হোক না কেন, এই দুই দলের মুখোমুখি লড়াই মানেই যেন নির্ধারিত সময়ে বিজয়ীর দেখা মেলা ভার। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে এদিনের আগের আটবারের মুখোমুখি লড়াইয়ে সাতটিই হয়েছিল ড্র। একমাত্র জয়টি আসে গত মাসে, প্রিমিয়ার লিগে ৪-১ গোলে জিতেছিল 'অল রেড' নামে পরিচিত দলটি।

দুই বছর আগে এই মঞ্চেই মুখোমুখি হয়েছিল দল দুটি। গোলশূন্য ১২০ মিনিটের পর টাইব্রেকারে জিতেছিল লিভারপুল। প্রতিশোধ নেওয়ার স্বপ্ন ছিল চেলসির, কিন্তু পারল না তারা। দলের সেরা স্ট্রাইকার মোহামেদ সালাহ, ফরোয়ার্ড দারউইন নুনেস, অভিজ্ঞ ডিফেন্ডার ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড, গোলরক্ষক আলিসন সহ আরও অনেক খেলোয়াড় চোট পেয়ে বাইরে। তাদেরকে ছাড়াই আক্রমণাত্মক পারফরম্যান্স উপহার দিল লিভারপুল। জিতে নিল মৌসুমের সম্ভাব্য চার শিরোপার প্রথমটি।

ম্যাচের শুরুতে বেশ ভুগতে দেখা যায় মাওরিসিও পচেত্তিনোর দলকে। সেই সুযোগে তাদের ওপর চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করে লিভারপুল। টানা আক্রমণও করতে থাকে, যদিও তেমন কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারছিল না তারা। বরং আচমকাই ২০তম মিনিটে দারুণ একটা সুযোগ পেয়ে যায় চেলসি। গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন কোল পালমার। তবে তার জোরাল শট দারুণ নৈপুণ্যে রুখে দেন লিভারপুলের দ্বিতীয় সেরা গোলরক্ষক কুইভেন কেলাহার।

৩২তম মিনিটে নিকোলাস জ্যাকসনের পাস ধরে বল জালে পাঠান চেলসির রাহিম স্টার্লিং; তবে সঙ্গে সঙ্গে অফসাইডের পতাকা তোলেন লাইন্সম্যান। জ্যাকসন কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অফসাইডে থাকায় ভিএআরেও সিদ্ধান্ত বহাল থাকে। ধীরে ধীরে আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে উঠতে শুরু করে লড়াই। ৪০তম মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত লিভারপুল, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি। কোডি হাকপোর হেড বাধা পায় পোস্টে।

৬০তম মিনিটে ফন ডাইক হেডে বল জালে পাঠালে এগিয়ে যাওয়ার উল্লাসে মাতে লিভারপুল। তবে তাদের উদযাপন মুহূর্তেই হতাশায় রূপ নেয়। ওয়াতারু এন্দো অফসাইডে থাকায় ভিএআরের সাহায্যে গোল দেননি রেফারি।

চেলসিও দুর্ভাগ্যের ফেরে গোলবঞ্চিত হয়। ৭৬তম মিনিটে কনর গ্যালাহারের শট পোস্টে লাগে। ৮৫তম মিনিটে এই ইংলিশ মিডফিল্ডার গোলরক্ষককে একা পেয়েছিলেন, কিন্তু শট নিতে দেরি করে সুবর্ণ সুযোগটি নষ্ট করেন। ঠিক সময়ে দ্রুত এগিয়ে তার শট নেওয়ার জায়গা ছোট করে দেন কেলাহার।

অতিরিক্ত সময়ের চতুর্থ মিনিটে গোলরক্ষকের নৈপুণ্যে জাল অক্ষত থাকে চেলসির। জেইডেন ড্যানসের হেড কোনোমতে এক হাত দিয়ে বাইরে পাঠান পেত্রোভিচ। নির্ধারিত সময়ের শেষভাগে দারুণ আক্রমণাত্মক খেলা চেলসি অতিরিক্ত সময়ে ফের ছন্দ হারিয়ে ফেলে। এই ৩০ মিনিটে তেমন কিছুই করতে পারেনি দলটি।

দীর্ঘ লড়াইয়ের পর ম্যাচ যখন টাইব্রেকারে গড়ানোর পথে, ঠিক তখনই দলকে উৎসবের উপলক্ষ এনে দেন ফন ডাইক। কর্নারে উড়ে আসা বল লাফিয়ে হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন ডাচ ডিফেন্ডার। ম্যাচের ভাগ্য গড়া হয়ে যায় ওখানেই। বাকিটা সময় জাল অক্ষত রেখে উৎসব শুরু করে লিভারপুল। চলতি মৌসুম শেষে বিদায়ের ঘোষণা আগেই দিয়েছেন ক্লপ। শেষের যাত্রায় আরও একটি ট্রফি জিতলেন এই জার্মান কোচ।

সেভিয়াকে বিধ্বস্ত করে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল রিয়াল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে লড়াই জমল বেশ। কিন্তু গোলের দেখা মিলছিল না কিছুতেই। বদলি নেমে ব্যবধান গড়ে দিলেন লুকা মদ্রিচ। ৩৮ বছর বয়সী তারকার দারুণ গোলে সেভিয়াকে হারিয়ে লিগ টেবিলে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে গেল রিয়াল মাদ্রিদ।

সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে রবিবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) রাতে লা লিগার ম্যাচটি ১-০ গোলে জিতেছে কার্লো আনচেলত্তির দল। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে গেছে তারা। ম্যাচে আক্রমণে আধিপত্য ছিল রিয়ালের। ৬৪ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য স্বাগতিকরা শট নেয় ১৬টি, যার ৬টি ছিল লক্ষ্যে। সেভিয়ার ৪ শটের একটি লক্ষ্যে ছিল।

নির্ধারিত সময় শেষের ৯ মিনিট বাকি থাকতে ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন মদ্রিচ। এক ম্যাচ পর লিগে জয়ের স্বাদ পেল রিয়াল। গত রাউন্ডে রায়ো ভাইয়েকানোর সঙ্গে ১-১ ড্র করেছিল স্পেনের সফলতম দলটি।

২০২১ সালে রিয়াল মাদ্রিদে ১৬ বছরের অধ্যায়ের ইতি টানার পর এই ম্যাচ দিয়ে প্রথমবার বের্নাবেউয়ে খেলতে নামেন সের্হিও রামোস, সেভিয়ার জার্সিতে। অষ্টম মিনিটে ম্যাচের প্রথম উল্লেখযোগ্য সুযোগটি পায় সেভিয়া। ইসাক রোমেরো বাঁ দিক থেকে দারুণ পাস দেন বক্সে, ছুটে গিয়ে ছয় গজ বক্সের বাইরে পেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট শট নেন ইউসেফ এন-নেসিরি।

দুই মিনিট পর বাঁ দিক থেকে ভিনিসিউস জুনিয়রের পাস বক্সে দারুণভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে সেভিয়ার জালে পাঠান লুকাস ভাসকেস। তবে আক্রমণের শুরুতে এন-নেসিরিকে রিয়ালের নাচো ফাউল করেছিলেন দাবি তুলে রেফারিকে ঘিরে ধরেন সেভিয়ার ফুটবলাররা। শেষ পর্যন্ত ভিএআরের সাহায্যে মনিটরে রিপ্লে দেখে ফাউল ধরেন রেফারি। ফলে গোল পায়নি রিয়াল। তার আগে রেফারিকে কিছু একটা বলে হলুদ কার্ড দেখেন কোচ আনচেলত্তি।

মাঝে অনেকটা সময় পরিষ্কার কোনো সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কেউ। ৩৯তম মিনিটে ব্রাহিম দিয়াসের পাস পেয়ে বক্সের ভেতর থেকে অহেলিয়া চুয়ামেনির শট সেভিয়ার একজনের গা ছুঁয়ে পাশের জালে লাগে। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ফেদে ভালভের্দে গোল পেয়েই যাচ্ছিলেন প্রায়। বক্সের বাইরে থেকে উরুগুয়ের এই মিডফিল্ডারের বুলেট গতির বাঁকানো শটে এক হাতে বল ক্রসবারের ওপর দিয়ে পাঠান সেভিয়ার গোলরক্ষক।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে দারুণ জমে ওঠে লড়াই। ৪৮তম মিনিটে ভাগ্যের ফেরে গোল পাননি ভালভের্দে। কাছ থেকে তার শট পোস্টে লাগে। দুই মিনিট পর দারুণ সেভে জাল অক্ষত রাখেন রিয়ালের গোলরক্ষক আন্দ্রি লুনিন। কাছ থেকে রোমেরোর ভলি পা বাড়িয়ে বাইরে পাঠান তিনি। ৫৪তম মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে রদ্রিগোর শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। পরের মিনিটে ভিনিসিউসের বাঁ পায়ের শট দারুণভাবে ফিরিয়ে দেন সেভিয়ার গোলরক্ষক।

রেফারি ইসিদ্রো দিয়াসের পায়ে টান লাগায় ৫৯ মিনিটের পর খেলা বন্ধ থাকে বেশ কিছুটা সময়। শেষ পর্যন্ত আর ম্যাচ পরিচালনা করতে পারেননি তিনি। তার পরিবর্তে মাঠে নামেন চতুর্থ রেফারি কার্লোস ফের্নান্দেস বুয়েগ্রো। ৭৫তম মিনিটে প্রথম পরিবর্তন আনেন আনচেলত্তি। নাচোর বদলি হিসেবে নামান মদ্রিচকে। ছয় মিনিট পরই দারুণ গোলে দলকে এগিয়ে নেন অভিজ্ঞ ক্রোয়াট মিডফিল্ডার।

বক্সের বাইরে আলগা বল পেয়ে একটু জায়গা বানিয়ে ডান পায়ে জোরাল শট নেন মদ্রিচ, বল ডান পাশের পোস্টের ভেতরের দিকে লেগে জালে জড়ায়। বাকি সময়ে ব্যবধান ধরে রেখে তিন পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ে রিয়াল। লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে ২৬ ম্যাচে ২০ জয় ও ৫ ড্রয়ে রিয়ালের পয়েন্ট হলো ৬৫। সমান ম্যাচে ৫৭ পয়েন্ট নিয়ে তাদের পরে আছে বার্সেলোনা। ২৫ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে তিনে জিরোনা। ২৬ ম্যাচে ৫২ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে আতলেতিকো মাদ্রিদ। ২৬ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে ১৫ নম্বরে সেভিয়া।

আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন শামি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টিম ইন্ডিয়ার পর এবার গুজরাট টাইটান্সের জন্য খারাপ খবর। গোড়ালির চোট এখনও সারেনি। আর তাই আসন্ন আইপিএল থেকে ছিটকে গেলেন মোহম্মদ শামি।

বিসিসিআই সূত্রে জানা গেছে। গত জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে শামি ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন। সেখানে চিকিৎসকদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য গোড়ালিতে কিছু ইঞ্জেকশন নিয়েছিলেন। তাকে বলা হয়েছিল তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করলে সুস্থ হয়ে যাবেন। বল হাতে মাঠে নামতে না পারলেও, রানিং করতে অসুবিধা হবে না। কিন্তু সেই ওষুধে লাভ হয়নি। ব্যথা কমেনি।

সূত্র আরও জানিয়েছে, আর তাই এই মুহূর্তে অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই ফের ইংল্যান্ডে উড়ে যাবেন শামি। সব মিলিয়ে আইপিএল খেলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না শামির। গত বিশ্বকাপেই চোট নিয়ে খেলেছিলেন তারকা পেসার। কিন্তু গোড়ালির চোট বেড়ে যাওয়ার জন্য তাকে পরবর্তী সময় ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে আর দেখা যায়নি। এমনকি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজেও খেলছেন না টিম ইন্ডিয়ার এই তারকা পেসার। এরপর তাকে এবারের আইপিএলেও দেখা যাবে না। পুরো সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য ইংল্যান্ডে অস্ত্রোপচার করাবেন তিনি। গত বিশ্বকাপে শুরুর দিকে মোহম্মদ শামিকে বসে থাকতে হয়েছিল। তবে মাঠে নেমেই নিজেকে ফের প্রমাণ করেছিলেন তিনি। মাত্র ৭ ম্যাচে ২৪টি উইকেট নিয়ে শীর্ষে ছিলেন তিনি। সেরা পারফরম্যান্স ছিল সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে ৫৭ রানে ৭ উইকেট নিয়েছিলেন। তবে বিশ্বকাপ যুদ্ধের পর থেকে মাঠের বাইরেই ছিলেন তিনি।

মেসি কোপা খেলবেন নাকি অলিম্পিক?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের বিপক্ষে রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের উল্লাস। অলিম্পিম ফুটবলের বর্তমান স্বর্ণজয়ীদের বিদায় করে প্যারিস অলিম্পিকে নাম লিখে নিয়েছে লা আলবিসেলেস্তারা।

অনূর্ধ্ব-২৩ ফুটবলারদের টুর্নামেন্ট হলেও অলিম্পিকের নিয়ম অনুযায়ী তিনজন বেশি বয়সী ফুটবলারকে খেলানো যাবে গেমস ফুটবলে। লিওনেল মেসিও কী তাহলে সেই তিন জনের একজন?

মূলতঃ এই আলোচনা উঠে এসেছে আর্জেন্টিনার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হ্যাভিয়ের মাচেরানোর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে। সবারই জানা, লিওনেল মেসির খুব ঘনিষ্ট বন্ধু হলেন মাচেরানো। বার্সেলোনায় একসঙ্গে দীর্ঘদিন খেলেছেন তারা। জাতীয় দলেও ছিলেন সতীর্থ। এমনকি ২০০৮ সালে বেইজিং অলিম্পিকে মেসি-মাচেরানো মিলে জিতেছিলেন স্বর্ণ পদক।

অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জনের পর সেই মাচেরানো বলে দিয়েছেন, মেসির জন্য অলিম্পিকের দরজা উন্মুক্ত। আর্জেন্টিনার টিওয়াইসি স্পোর্টসের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে মাচেরানো জানান, ব্রাজিলকে হারিয়ে অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করার পর তাকে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন মেসি। বলেছেন, মাচেরানোর দল অলিম্পিকে খেলার যোগ্য দাবিদার।

মাচেরানো একই সঙ্গে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়ার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। মেসি এবং ডি মারিয়ার কথা জানিয়ে মাচেরানো বলেন, 'একজন কোচ হিসেবে আমি চাইবো অবশ্যই তারা দু'জন অলিম্পিকে খেলুক। আমি তাদেরকে অলিম্পিকে খেলার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তবে আমরা জানি, তাদের অন্য দায়বদ্ধতা আছে। যার ফলে অলিম্পিকে খেলাটা তাদের জন্য কঠিনই বটে।'

মূলত মাচেরানো কোপা আমেরিকার কথাই বলেছেন। প্যারিস অলিম্পিক শুরুর কিছুদিন আগেই যুক্তরাষ্ট্রে এবার কোপা আমেরিকা ফুটবল অনুষ্ঠিত হবে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে একজন ফুটবলারের পক্ষে কোপা আমেরিকা এবং অলিম্পিক-দুটিতে অংশ নেয়া প্রায় অসম্ভব।'

ব্রাজিলের রিচার্লিসন এ কাজটা করেছিলেন। ২০২১ কোপা আমেরিকার ফাইনাল খেলেছিলেন তিনি। এর কিছুদিন পরই জাপানের টোকিওয় অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমস ফুটবলের ফাইনালেও ব্রাজিলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। এমনকি অলিম্পিকে স্বর্ণও জয় করে তার দল। এমনকি রিচার্লিসনের ক্লাব এভার্টন তাকে দুই টুর্নামেন্টেই খেলার অনুমতি দিয়েছিলো।

লিওনেল মেসির ক্ষেত্রে এই অনুমতি পাওয়াটাও কঠিন। এরই মধ্যে ইন্টার মিয়ামি কোচ জেরার্ড (টাটা) মার্টিনো তাদের দলের প্যারাগুয়াইন ফুটবলার দিয়েগো গোমেজের উদাহরণ টেনে মেসিকে জানিয়ে দিয়েছেন, অলিম্পিক এবং কোপা আমেরিকার যে কোনো একটাকে বেছে নিতে।

২০১৬ সালে যেমন বার্সেলোনা নেইমারকে দুই টুর্নামেন্টে খেলার অনুমতি দেয়নি। ব্রাজিল তাকে অলিম্পিকে খেলিয়েছিলো এবং প্রথম সেলেসাওদের অলিম্পিকের স্বর্ণ উপহার দেন।

সে হিসেবে মেসির সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে হাজির হয়েছে, তিনি কোপা আমেরিকা খেলবেন নাকি অলিম্পিকে খেলবেন। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

টানা তিন হারের পর
জয়ের দেখা পেল বায়ার্ন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইংল্যান্ড অধিনায়কের খেলা দেখতে গ্যালারিতে উপস্থিত গ্যারেথ সাউথগেট। কোচকে হতাশ করেননি হ্যারি কেইন। চমৎকার ফিনিশিংয়ে জোড়া গোল করে তিনিই বায়ার্ন মিউনিখের জয়ের নায়ক।

ঘরের মাঠে (লাইপজিগকে ২-১ গোলে হারিয়েছে টমাস টুখেলের দল। ব্যবধান কমিয়েছে বুন্ডেসলিগার শীর্ষে থাকা বায়ার লেভারকুজেনের সঙ্গে। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন হারের পর জয়ের দেখা পেল বায়ার্ন।

দুইদিন আগে বায়ার্ন জানায়, 'পারস্পরিক সমঝোতায়' চলতি মৌসুম শেষে বিদায় নেবেন কোচ টুখেল। ওই ঘোষণার পর নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমে পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল জার্মানির সফলতম দলটি। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করলেন এই মৌসুমেই টটেনহ্যাম হটস্পার থেকে আসা কেইন।

ম্যাচের শুরুর দিকেই গোল পেতে পারতেন তিনি। ইংলিশ স্ট্রাইকারের হেড ঠিক মতো সামলাতে পারেননি লাইপজিগ গোলরক্ষক। তবে তার কপাল ভালো। পোস্টে লেগে বল ফেরে তার কাছেই, কেইন প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগেই নিয়ন্ত্রণে নেন তিনি। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৫৬তম মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন কেইন। জামাল মুসিয়ালার কাছ থেকে বল পেয়ে কিছুটা এগিয়ে আড়াআড়ি শটে খুঁজে নেন জাল। ঝাঁপিয়ে পড়লেও বলের নাগাল পাননি গোলরক্ষক।

৭০তম মিনিটে সমতা ফেরায় লাইপজিগ। দানি ওলমোর কাছ থেকে বল পেয়ে শট নেন বেনইয়ামিন সিসকো। বলের নাগাল পেতে পারতেন ঝাঁপিয়ে পড়া মানুয়েল নয়ার। কিন্তু লেয়ন গোরেটস্কার পায়ে লেগে দিক পাল্টে বল যায় জালে। কিছুই করার ছিল না খানিক আগে সিসকোর দুটি দারুণ চেষ্টা ব্যর্থ করে দেওয়া বায়ার্ন গোলরক্ষকের।

প্রথম দল হিসেবে বুন্ডেসলিগায় ঘরের মাঠে নিজেদের হাজারতম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল বায়ার্ন। মনে হচ্ছিল ড্রয়ে মলিন হতে যাচ্ছে তাদের উপলক্ষ। তবে যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে ত্রাতা হয়ে এলেন কেইন। একটু আগেই মাঠে আসা এরিক মাক্সিম চুপো মোটিংয়ের কাছ থেকে বল পেয়ে বুলেট গতির ভলিতে জাল খুঁজে নেন তিনি।

চলতি আসরে ইংলিশ অধিনায়কের এটি ২৭তম গোল। বুন্ডেসলিগায় টানা দুই হারের পর জয়ের দেখা পেল বায়ার্ন। ২৩ ম্যাচে ১৭ জয় আর দুই ড্রয়ে ৫৩ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে আছে তারা। সমান ম্যাচে ৬১ পয়েন্ট নিয়ে চূড়ায় বায়ার লেভারকুজেন। ২৩ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচে আছে লাইপজিগ।

নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করল অস্ট্রেলিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : টি-টোয়েন্টি থেকে টি-টেনে রূপ নেওয়া ম্যাচে বৃষ্টি আইনে ২৭ রানে জিতে নিউজিল্যান্ডকে হোয়াইটওয়াশ করলো অস্ট্রেলিয়া। সেই সঙ্গে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও সেরে নিলো দলটি।

এক ম্যাচ হাতে রেখেই সিরিজ জিতে নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার শেষ ম্যাচেও দারুণ জয়ে কিউদের ধবলধোলাই করল অজিরা। বৃষ্টি বাধায় সফরকারীদের ইনিংস শেষ হয় ১০.৪ ওভারে। যেখানে ৪ উইকেট হারিয়ে ১১৮ রান সংগ্রহ করে তারা। দ্বিতীয় ইনিংস ১০ ওভারে নেমে আসার পর নিউজিল্যান্ড ৩ উইকেটে তুলতে পারে ৯৮ রান।

আগে ব্যাট করতে নামা অস্ট্রেলিয়া নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারালেও ঝড়ো গতিতে রান তুলেছে। যদিও ওপেনার ট্রাভিস হেড ৩০ বলে ৩৩ রানের ওয়ানডে ধাচের ইনিংস খেলেছেন। কিন্তু পরে ম্যাথু শর্ট ১১ বলে ২৭ রানের এবং গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ৯ বলে ২০ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে অজিদের বড় সংগ্রহ পাইয়ে দেন। এছাড়া শেষদিকে জশ ইংলিস (৮ বলে ১৪*) এবং টিম ডেভিড (৩ বলে ৮*) ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন।

জবাবে নিউজিল্যান্ডের গ্লেন ফিলিপস ছাড়া সেভাবে কেউ দাঁড়াতে পারেননি। চারে নামা ফিলিপস ২৪ বলে ৪০ রান করে অপরাজিত থাকেন। কিন্তু বাকিদের কেউ সেভাবে রান তুলতে পারেননি। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭* রান করেছেন মার্ক চ্যাপম্যান। কিন্তু এজন্য তিনি বল খেলেছেন ১৫টি। রানের সঙ্গে পাল্লা না দিতে পারায় হার মানতে হয় তাদের।

পিএসএল থেকে ছিটকে গেলেন হারিস রউফ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : কাঁধের চোটে পাকিস্তান সুপার লিগ (পিএসএল) থেকে ছিটকে গেলেন পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ। সেরে উঠতে কমপক্ষে ৪-৬ সপ্তাহ সময় লাগবে তার। রবিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে তার দল লাহোর কালান্দার্স।

গতকাল করাচি কিংসের বিপক্ষে ৪ ওভারে ২২ রান দিয়ে একটি উইকেট পান রউফ। তবে ইনিংসের দ্বিতীয় শেষ বলে হাসান আলীর ক্যাচ নিতে গিয়ে চোট পান তিনি। তৎক্ষণাত ব্যথায় কাতরাতে থাকেন ডানহাতি এই পেসার।

যদিও রউফের সেই ক্যাচ লাহোরকে টানা চতুর্থ হার থেকে বাঁচাতে পারেনি। নাটকীয় সেই ম্যাচে দুই উইকেটের জয় পায় করাচি।

আসরের আগের তিন ম্যাচে অবশ্য নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি রউফ। ওভার প্রতি খরচ করেছেন ১১ রান করে।

রউফের ইনজুরি নিয়ে লাহোরের অধিনায়ক শাহিন শাহ আফ্রিদি বলেন, 'দলের জন্য বড় একটা ধাক্কা। তবে সে পাকিস্তানেরও মূল বোলার এবং সামনে আমাদের অনেক খেলা আছে। ফলে বাস্তবতা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তাকে সেরে উঠতে যথাসম্ভব সর্বোচ্চ সময় দিতে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR